# মুখবন্ধ

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' সরকারের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। মূলত সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে সমীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়। প্রতি বছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে বাজেট দলিলাদির অন্যতম উপাদান হিসেবে সমীক্ষাটির বাংলা সংস্করণ উপস্থাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯' প্রকাশ করা হলো। অধিকন্তু, এ বছর প্রথম এর ইংরেজি সংস্করণ 'Bangladesh Economic Review-2019' একই সাথে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারা ক্রমবর্ধমান। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়। অথচ, নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই বছর পূর্বে বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ১,৭৫১ মার্কিন ডলার।

৩। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা হাতে নেয় । এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রণয়ন করা হয় 'রূপকল্প-২০২১'। যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে অন্য এক উচ্চতায় তুলে ধরেছে। ২০১৮ সালেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে উত্তরণের সকল যোগ্যতা অর্জন করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এই গতি অব্যাহত রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

৪। কর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আগামী অর্থবছর থেকে অনলাইন মূল্য সংযোজন কর পদ্ধতি প্রচলন করা হচ্ছে। বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৩,৭১,৪৯৪ কোটি টাকা। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৭১,০৪৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৪২,৫৪১ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণও পূর্বেকার অর্থবছরের চেয়ে ১২.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৬৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় মাত্রায় ধরে রাখতে বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ প্রতি বছর বাড়ছে। ১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মোট বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সামাজিক খাতেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ইতঃপূর্বে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (MDGs) এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করতে পেরেছে। এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ দু'বার জাতিসংঘ 'সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তাখাতে নতুন নতুন ক্ষেত্রও যোগ হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের হার, মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৫ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ। মাত্র এক যুগের কিছু বেশি সময়ের ব্যবধানে ২০১৮ সালে দারিদ্র্য হার কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে। এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।

৬। অন্যান্য খাতসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা, বেসরকারি খাত ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক অগ্রাধিকার খাতসমূহেও বাংলাদেশ ক্রমশ উন্নতি করছে। ওয়াল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত ' গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০১৮' অনুযায়ী

নারী-পুরুষের সমতার দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষে। এছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের সমতা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সমতা, সরকার প্রধান হিসেবে নারীর সময়কাল এবং জন্মের সময় ছেলে ও মেয়ে শিশুর সংখ্যাগত সমতা- এই চার সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা অবস্থানে আছে। সরকারের নেয়া বাস্তবমুখী কার্যক্রমের ফলে শিশু মৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যুর হার ক্রমশ কমছে। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ বছরে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে। সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৮৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে এবং মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এ তহবিলে সর্বমোট সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তহবিলের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৮৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' প্রণীত হয়েছে।

৭। সময় স্বল্পতাসহ বিবিধ সীমাবদ্ধতার মাঝেও নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষাটির বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণ একইসাথে প্রকাশ করায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সমীক্ষাটি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। সমীক্ষাটি গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী এবং দেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে বলে আশা রাখি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়